দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 27 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

শিক্ষা সংস্কারে জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ

শিক্ষকদের রাজনীতি করা বেআইনী ঘোষণা ও শিক্ষাঙ্গন রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

জোট সরকারের শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি দেশের সর্বস্তরের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে বেআইনী ঘোষণার সুপারিশ করেছে। কমিটি দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে এবং শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্য জাতীয়ভিত্তিতে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতে যাতে ধর্মঘট ডাকা না হয় এবং শিক্ষা ভবন বা প্রশাসনিক ভবনে যাতে কেউ তালা দিতে না পারে বা ঘেরাও করে কাউকে জিম্মি করতে না পারে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ছাত্র সংগঠনগুলো কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হতে পারবে না। এমনকি কোন রাজনৈতিক

(এরপর ১২-এর পাতায় দেখুন)

শিক্ষকদের রাজনীতি

(১২-এর পাতার পর)

ইস্যুতে ক্যাম্পাসে পিকেটিং, মিছিল, সমাবেশ করা যাবে না এবং উস্কানিমূলক কোন স্লোগান দেয়া যাবে না। কেবলমাত্র শিক্ষাসংক্রান্ত দাবিদাওয়া স্মারকলিপি আকারে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা যাবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে ৪৬ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন করে। জোট সরকারের এক শ' দিনের কর্মসূচীতে শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রায় দু'শ' সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। অবিলম্বে এসব সুপারিশ চূড়ান্ত করে সরকারের কাছে পেশ করা হবে। কমিটিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আহবায়ক হলেন সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এম,এ বারী।

সুপারিশে বলা হয়, শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও দেশের রাজনীতিতে যেভাবে জড়িয়ে পড়ছেন তাতে শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর মারাত্মকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিনেট, সিন্ডিকেট ও উপাচার্য প্যানেলসহ বিভিন্ন নির্বাচনে শিক্ষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া দেশের দলীয় রাজনীতির সঙ্গেও শিক্ষকরা জড়িত হচ্ছেন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল বা রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পৃক্তি অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সিনেট, সিন্ডিকেট নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধনের কথা বলা হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়, ভিসি নির্বাচনের সময় একজন সিনিয়র শিক্ষক জুনিয়র শিক্ষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যেভাবে ভোট চান তা মোটেও শোভন নয়।

সুপারিশে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগবিধি সংশোধন করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ন্যূনতম যোগ্যতা এইচএসসি পাস নির্ধারণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বরের বদলে ১০ নির্ধারণ করতে হবে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শূন্যতা দূর করতে কেন্দ্রীয় শিক্ষক নির্বাচন কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে এবং এক বছরের জন্য উপজেলাভিত্তিক প্যানেল প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার প্রচলন করার সুপারিশ করেছে কমিটি। স্কুল ও কলেজে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী শিক্ষকদের মতো বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য চাকরিবিধি প্রণয়নের কথা বলা হয়।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর বা বাইরে ছাত্ররা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করলে ছাত্রত্ব বাতিলের সুপারিশ করেছে। এমনকি চাঁদাবাজি বা ছিনতাইয়ের সঙ্গে কোন ছাত্র জড়িত হলে তার ছাত্রত্বের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। বৈধ ও নিয়মিত ছাত্র ছাড়া কোন ছাত্র সংসদের কর্মকর্তা হিসাবে কেউ দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাস পুলিশ গঠন করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করা হয়েছে।